২০১৮-১৯ অর্থবছরের পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্প সার-সংক্ষেপ

১. প্রকল্পের নাম: পাসপোর্ট তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

৩. উদ্দোগী মন্ত্রণালয়ঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৪. অনুমোদিত ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়)

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	টাকা	উন্নয়ন সহযোগীর অর্থ	উন্নয়ন সহযোগী
মূল	২৮৮৮.৯০	-	-
১ম সংশোধিত	৪৪৯৮.৬৯	-	-

৫. বাস্তবায়নকালঃ

বাস্তবায়নকাল	আরম্ভ	সমাপ্তি
মূল	জানুয়ারী, ২০১৫	জুন, ২০১৭
১ম সংশোধিত	জানুয়ারী, ২০১৫	জুন, ২০১৯

৬. প্রকল্প এলাকাঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ থানা
ঢাকা	ঢাকা	উত্তরা

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো পর্যাপ্ত নিরাপত্তাসহকারে মেশিন রেডেবল পাসপোর্ট এবং পাসপোর্ট সংক্রান্ত সেবাগুলো সহজে মানুষের নিকট পৌঁছানো।

৮. প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়ঃ প্রকল্পটি গত ০৩/০৩/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে, প্রকল্পটির ১ম সংশোধন গত ২৮/০৬/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯. প্রকল্পটির মূল কর্যক্রমঃ ১০ তলা ভিত্তির উপর ৬ তলা ভবন নির্মাণ ৪৫০০.৯৮ বঃমিঃ; গেটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ২২৫.৫০ বঃমিঃ; ভূমি অধিগ্রহণ ০.৩৩ একর; ফর্ণিচার ক্রয় ৬১৭টি; অভ্যন্তরীণ রোড ২৫০.৫০ বঃমিঃ; ৪০০ কেভিএ সার স্টেশন ইকুইপমেন্ট; ১০০ কেভিএ জেনারেটর ২টি; ৮০০ কেজি ক্ষমতা সম্পন্ন লিফট ২টি; সোলার প্যানেল; ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেমসহ আনুষঙ্গিক কাজ।

১০. প্রকল্প পরিদর্শনঃ উদ্দোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পিসিআর প্রেরণ না করায় প্রকল্পটি সমাপ্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১১. সুপারিশঃ পরিদর্শন না করায় প্রতিবেদন প্রনয়ন ও সুপারিশ করা হয়নি। তবে এ প্রকল্পটি ইতিপূর্বে এ বিভাগ হতে পরিদর্শন করা হয়েছে। সে আলোকে মতামত/সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১১.১ নির্মাণ কাজের গুনগত মান রক্ষার্থে কিউরিং কাজ ছালার চট ভিজিয়ে (ব্যবহার) করতে হবে। পাথরের মধ্যে যে সকল কাঁদা ও ময়লা মিশ্রিত রয়েছে তা পরিষ্কার করে নির্মাণ কাজে ব্যবহার করতে হবে।

১১.২ ছাত ঢালাইয়ের পর যথাযথভাবে কিউরিং করতে হবে এবং ২৮ দিন পর্যন্ত ছাদ ভিজিয়ে রাখতে হবে।

১১.৩ ঢালাইয়ের জন্য ব্যবহৃত ষ্টোন চীফস পরিষ্কার করে ব্যবহার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে ষ্টোন চীফস গুদামে অথবা ঢালাইয়ের সময় পরিষ্কার স্থানে রেখে ব্যবহার করতে হবে।

১১.৪ ঢাকা প্রশাসনিক দপ্তরের ভারী প্রিন্টিং মেশিন আগারগাঁও হতে উত্তরা স্থানান্তরের লক্ষ্যে ভবনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিতে হবে এবং নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্প সার-সংক্ষেপ

১. প্রকল্পের নাম: ইমপ্রুভমেন্ট অব দ্যা রিয়েল সিচ্যুয়েশন অব অভারক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি-২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)

২. বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ কারা অধিদপ্তর

৩. উদ্দোগী মন্ত্রণালয়ঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৪. অনুমোদিত ব্যয়ঃ (লক্ষ টাকায়)

	মোট	টাকা	উন্নয়ন সহযোগীর অর্থ	উন্নয়ন সহযোগী
মূল	২৯৭৯.০০	২৫০.০০	২৭২৯.০০	*ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী *বৃটিশ সরকার ডিএফআইডি (ইউকেএইড)
১ম সংশোধিত	২৬০৬৪.৮৫	৭৫০.০০	২৫৩১৪.৮৫	

৫. বাস্তবায়নকালঃ

বাস্তবায়নকাল	আরম্ভ	সমাপ্তি
মূল	জুন, ২০১২	আগষ্ট, ২০১৫
১ম সংশোধিত	জুন, ২০১২	ডিসেম্বর , ২০১৮

৬. প্রকল্প এলাকাঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ থানা
৮	২৮	

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(১) ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাসংশ্লিষ্টদের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রকল্পাধীন কারাগারসমূহে বিচারাধীন বন্দীদের সংখ্যাধিক্য কমানো ও কারাবন্দীদের জন্য আইনী সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন;

(২) প্যারালিগ্যাল কার্যক্রমের মাধ্যেম কারাবন্দীদের মুক্তি ত্বরান্বিত করা, বিশেষ করে নারী, শিশু ও সুবিধা-বঞ্চিত বন্দীদের এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কারা অধিদপ্তরের সেবা ও কার্যক্রমসমূহ যুগোপযোগি ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে আরো গতিশীল করা;

(৩) বিচার ব্যবস্থায় নতুন মামলার অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা হ্রাসের মাধ্যমে কারাগারে নতুন কারাবন্দীর সংখ্যা হ্রাস করার জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে রেস্টোরেটিভ জাস্টিস মেনে বিকল্প ব্যবস্থায় বিরোধ নিষ্পত্তি করা;

(৪) সাজাপ্রাপ্ত কারা বন্দীদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের সহায়তা করা, করাবন্দিদের বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত নারী ও কিশোর বন্দীদের সমাজে পুনর্বাসনে সহযোগিতা করা এবং পুনঃঅপরাধ প্রবণতা হ্রাসের লক্ষ্যে মাদকাসক্ত কারাবন্দিদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করে চিকিৎসা কিংবা সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য সহায়তা করা;

(৫) সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনসহ সকল গণমাধ্যম ব্যবহার করে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা।

৮. প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায়ঃ প্রকল্পটি গত ২৯/০৪/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে, প্রকল্পটির ১ম সংশোধন গত ২৪/০৭/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯. প্রকল্পটির মূল কর্যক্রমঃ ৪ 4WD জিপ; মোটর সাইকেল, কম্পিউটার এবং এক্সেসোরিজ; অফিস ইক্যুপেমন্ট; আসবাবপত্র ও ফিক্সাচার; ইলেকিট্রক যন্ত্রপাতি।

১০. প্রকল্প পরিদর্শনঃ উদ্দোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পিসিআর প্রেরণ না করায় প্রকল্পটি সমাপ্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১১. সুপারিশঃ পরিদর্শন না করায় প্রতিবেদন প্রনয়ন ও সুপারিশ করা হয়নি। তবে এ প্রকল্পটি ইতিপূর্বে এ বিভাগ হতে পরিদর্শন করা হয়েছে। সে আলোকে মতামত/সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১১.১ প্রকল্পের আওতায় সেবা প্রদানের পরিসংখ্যান পাওয়া গেলেও প্রকল্প শুরুর পূর্বের পরিসংখ্যান না থাকার কারণে তা কারাগারের বন্দির সংখ্যা, কোর্টে মামলার সংখ্যা ইত্যাদি কি হারে কমছে তা স্পস্ট হচ্ছেনা। পূর্বের ডাটা সংগ্রহ করে তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা যেতে পারে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্প সার-সংক্ষেপ

১। প্রকল্পের নাম: "শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৪। প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত: (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মোট	টাকা	প্র: সা:
৪.১) মূল অনুমোদিত	:	৫৪৫৪৬.৮১	জিওবি ৫৪৫৪৬.৮১	--
৪.২) ১ম সংশোধিত	:	৫৬৫৮৬.৬২	জিওবি ৫৬৫৮৬.৬২	
৪.২) ২য় সংশোধিত	:	৫৯৩৯৯.৪০	জিওবি ৫৯৩৯৯.৪০	--

৫। বাস্তবায়নকাল:

বাস্তবায়নকাল		আরম্ভ	সমাপ্তি
৫.১) মূল অনুমোদিত	:	জুলাই ২০১২	জুন ২০১৫
৫.২) ১ম সংশোধিত অনুমোদিত	:	জুলাই ২০১২	জুন ২০১৬
৫.৩) ২য় সংশোধিত অনুমোদিত	:	জুলাই ২০১২	জুন ২০১৭
৫.৪) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	:	জুলাই ২০১২	জুন ২০১৮
৫.৫) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (২য় বার)	:	জুলাই ২০১২	জুন ২০১৯
৫.৬) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (প্রস্তাবিত)		জুলাই ২০১২	জুন ২০২০

৬. **প্রকল্প এলাকা**:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর

৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

- চিকিৎসা শিক্ষার জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলা;
- ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আনুপাতিক হারে অধিক সংখ্যক চিকিৎসক তৈরী করা;
- রাজধানী থেকে মেডিকেল ছাত্র/ছাত্রীদের চাপ হ্রাস করা;
- চিকিৎসা শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা;
- মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ও ক্লিনিক্যাল জ্ঞান লাভের জন্য একটি হাসপাতাল তৈরী করা;
- কিশোরগঞ্জ এবং এর আশপাশের জেলার জনগণকে আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;
- আধুনিক চিকিৎসা সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করা;
- বিশেষ সেবা প্রদানের মাধ্যমে অল্প খরচে উন্নত সেবা প্রদান করা;
- শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হার হ্রাস করা; জনজীবনের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি করা; এবং
- ডাক্তার ও অন্যান্য পেশাজীবিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮। অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	বছর ভিত্তিক ডিপিপি/আরডিপিপি'র সংস্থান	বছর ভিত্তিক ডিপিপি/আরডিপিপি'র বরাদ্দ	অবমুক্ত টাকা	ব্যয়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২০১২-২০১৩	৩২৯৭.০০	৩২৯৭.০০	৩২৯৭.০০	৩২৯৭.০০
২০১৩-২০১৪	৫১৩৪.১২	৫১৩৮.০০	৫১৩৮.০০	৫১৩৪.১২
২০১৪-২০১৫	১৫৮০০.০০	১৬৬০০.০০	১৬৬০০.০০	১৫৮০০.০০

অর্থবছর	বছর ভিত্তিক ডিপিপি/আরডিপিপি'র সংস্থান	বছর ভিত্তিক ডিপিপি/আরডিপিপি'র বরাদ্দ	অবমুক্ত টাকা	ব্যয়
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২০১৫-২০১৬	১০৫৮১.০০	১২২৮১.০০	১২২৮১.০০	১০৫৮১.০০
২০১৬-২০১৭	২৪৫৮৭.০০	১৩৪৯০.০০	১৩৪৯০.০০	৮০৪৮.২২
২০১৭-২০১৮	০	৯০০০.০০	৯০০০.০০	৭৫২৮.২৭
২০১৮-২০১৯	০	৬৬৫৫.০০	৬৬৫৫.০০	৪৭৪৭.২৯
সর্বমোট	৫৯৩৯৯.৪	৬৬৪৬১.০০	৬৬৪৬১.০০	৫৫১৩৫.৯০

৯। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

- মোটর গাড়ী ক্রয়-৩টি;
- মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি-৫,০১৬.১৬ লক্ষ টাকা;
- ফার্নিচার ও ফিক্সচার-৩,৪৭৮.৩১ লক্ষ টাকা;
- টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি-২০.০০ লক্ষ টাকা;
- ভূমি অধিগ্রহণ-২০.৮৩ একর;
- ভবন নির্মাণ-১২,৪৩,৫০০ ব:ফু।

১০। **প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত**: উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক পিসিআর প্রেরণ না করায় প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১১। প্রকল্পটির পিসিআর না পাওয়ায় সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ করা সম্ভব হয়নি। তবে এ প্রকল্পটি ইতোপূর্বে ০১/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে এ বিভাগ হতে পরিদর্শন করা হয়েছিল। উল্লেখিত পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ:

(ক) আরডিপিপি অনুযায়ী অব্যয়িত অর্থ দ্বারা জুন, ২০১৮ এর মধ্যে অনুমোদিত ব্যয়ে প্রকল্পের সম্পন্ন কার্যক্রমসমূহের শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির আর কোন অবকাশ থাকবে না;

(খ) নির্মাণ কাজের কতিপয় উপাংশে অনুমোদিত সংস্থানের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করবে;

(গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে এক অঙ্গের অর্থ অন্য অঙ্গে ব্যয় করা যাবেনা;

(ঘ) প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় এবং বর্ধিত মেয়াদকালে প্রকল্পটি সমাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিবিড় মনিটরিং করবে; এবং

(ঙ) আইএমইডি কর্তৃক সমাপ্তি মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে নির্ভুল তথ্য সম্বলিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ বিভাগে দাখিল করতে হবে।

১২। পর্যবেক্ষণ/সুপারিশঃ

উক্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রায় ০৪ (চার) বছর ০২ (দুই) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আইএমইতে প্রেরণ না করার কারণে প্রকল্পের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে:

১২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা বা হয়ে থাকলে কত ভাগ হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি;

১২.২ প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকল্পে নির্ধারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি;

১২.৩ প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৫৯৩৯৯.৪০ লক্ষ টাকা সঠিকভাবে ব্যয়িত হয়েছে কিনা বা ব্যয়ে কোনরূপ ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি;

১২.৪ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে PPA/PPR সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল কি না মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১২.৫ উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন-এর আলোকে সঠিকভাবে প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছিল কিনা মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি; এবং

১২.৬ প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণার পরবর্তী ০৩ মাসের মধ্যে সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণের নিয়ম থাকলেও কেন বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অদ্যাবধি তা আইএমইডিতে পেরণ করেনি তার কারণ জানা যায়নি।এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

১২.৭ সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা জুন ২০২২ অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আইএমইডি'র নির্দিষ্ট ছকে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। অদ্যাবধি সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ না করা পরিকল্পনা শৃখলার পরিপন্থী।

১২.৮ পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।